Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 23-07-2026 16:10 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৬ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪০৬ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দিতে পারবেন না পঞ্চায়েত প্রধান ও পুরসভা, নয়া সিদ্ধান্ত নবান্নের

কপট রাজনীতি', প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে রাহুলদের ধরনাকে তুলোধোনা সোনমের স্ত্রীর

তেহরান তেল বিক্রি করতে না পারলে কেউ পারবে না', আমেরিকাকে চরম হুঁশিয়ারি ইরানের

টাকা নিয়ে ভর্তি, মেলে না চাকরি-সার্টিফিকেট

বেসরকারি নার্সিং কলেজ নিয়ে কড়া বার্তা রাজ্যের

নয়া জামানা ঃ টাকার বিনিময়ে গণ্ডা গণ্ডা ছাত্রী ভর্তি করলেও অধিকাংশ বেসরকারি নার্সিং কলেজে নেই পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, নেই স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনও। ফলে কোর্স শেষে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছেন হাজার হাজার নার্সিং পড়ুয়া। রাজ্যের অলিতে গলিতে গজিয়ে ওঠা এমন কলেজগুলির বিরুদ্ধে এবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার।বুধবার রাজ্যের বেসরকারি নার্সিং কলেজ কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা সরকার। বৈঠক শেষে তিনি জানান, রাজ্যে হাজার হাজার মেয়ে পেশার তাগিদে নার্সিং নিয়ে পড়াশোনা করছেন এবং রাজ্যে নার্সের চাহিদাও যথেষ্ট। তবে ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন মন্ত্রী। প্রতিটি বেসরকারি নার্সিং কলেজের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানান তিনি।সূত্রের খবর, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে স্বাস্থ্যভবনে জমা পড়েছে অসংখ্য অভিযোগপত্র। লক্ষাধিক টাকা খরচ করে নার্সিং পড়েও চাকরি না পাওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন এক ছাত্রী। সেই অভিযোগও পৌঁছেছে মন্ত্রী সুমনা সরকারের কাছে। বুধবারের বৈঠকে বেসরকারি নার্সিং কলেজ কর্তৃপক্ষরাও স্বীকার করে নেন, একাধিক কলেজের প্রশাসনিক পরিচালনায় গুরুতর ত্রুটি রয়েছে।তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য নার্সিং কলেজ। বছর দুয়েক আগেও চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে নার্সিং পড়ুয়াদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল, যার তির উঠেছিল গড়িয়ার একটি বেসরকারি নার্সিং কলেজের দিকে।অভিযোগ, এমন বহু কলেজ রয়েছে যারা প্লেসমেন্টের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে ছাত্রী ভর্তি করায়, অথচ প্রশিক্ষণ শেষেও মেলে না প্রয়োজনীয় শংসাপত্র। মন্ত্রী সুমনা সরকার আরও জানান, নার্সিং নিয়ে পড়াশোনার জন্য একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে পড়া আবশ্যিক হলেও, আর্টস বিভাগের ছাত্রীদেরও ভুল বুঝিয়ে ভর্তি করানো হয়েছে বহু ক্ষেত্রে। ফলে আশা নিয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রীরা কোর্স শেষে সার্টিফিকেট পর্যন্ত পাচ্ছেন না।মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শুধুমাত্র ব্যবসায়িক মুনাফার জন্য যাঁরা ছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার। তাঁর

কথায়, কোনও মেয়ের চোখের জল দেখ তে চাই না।

পুলিশের ধাওয়ায় ঘিস নদীর মাঝজলে আটকে ট্রলি-সহ ট্রাক্টর, বাজেয়াপ্ত গাড়ি

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, ওদলাবাড়ি ঃ প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঘিস নদী থেকে দিনের আলোয় চলছিল বেআইনি বালু উত্তোলনের অভিযোগ।

সেই খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার অভিযান চালায় মালবাজার থানার পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে একটি ট্রলি-সহ ট্রাক্টরের চালক দ্রুত পালানোর চেষ্টা করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘিস নদীর মাঝজলে আটকে পড়ে গাড়িটি।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বর্ষাকালকে মাথায় রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদী থেকে প্রায় তিন মাসের জন্য বালু ও পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ।এদিন পুলিশের ধাওয়ার মুখে ট্রাক্টরটি নদীর মাঝখানে আটকে গেলে প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টার চেষ্টার পর একটি জেসিবি মেশিনের সাহায্যে সেটিকে নদী থেকে তোলা হয়।

ঘটনাস্থলে পুলিশ দীর্ঘক্ষণ নজরদারি চালায়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্রলি-সহ ট্রাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং মালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।প্রশাসনের এই অভিযানের পর বেআইনি বালু উত্তোলনের সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, নদী ও পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা উচিত।

'চোখের জল ছাড়া দেওয়ার কিছু নেই' কর্ণসুবর্ণে দুর্ঘটনাস্থলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নয়া জামানা ঃ গত শুক্রবার, ১৭ জুলাই মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনও দগদগে। পুলকার ও সাইকেলে ট্রেনের ধাক্কায় সেদিন প্রাণ হারিয়েছিলেন ৪ শিশু-সহ মোট ৫ জন। জখম হয়েছিলেন আরও বেশ কয়েকজন। ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পর, আজ বৃহস্পতিবার মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কর্ণসুবর্ণে পৌঁছালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।বৃহস্পতিবার দুপুরে কর্ণসুবর্ণে পৌঁছে সভামঞ্চে ওঠার আগেই তিনি সোজা চলে যান স্বজনহারা পরিবারগুলির কাছে। তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন, শোনেন তাঁদের সমস্যা ও অভিযোগের কথা। প্রত্যেককে যথাসাধ্য পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।এরপর সভামঞ্চ থেকে আবেগঘন কণ্ঠে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ক্ষুদ্রছোট ফুলের মতো বাচ্চাগুলো যেভাবে দুর্ঘটনার শিকার হল, তা প্রকাশ করার ভাষা নেই। অর্থ দিয়ে এই ক্ষতি পূরণ হয় না। তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে চোখের জল ছাড়া দেওয়ার কিছু নেই। তবে আমার পক্ষে যা সম্ভব, আমি তা করব।আর্থিক সহায়তার প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, রাজ্যের তরফে মৃতদের প্রতিটি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।সভা থেকেই দোষীর কঠোরতম শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তের পর রেল ও পুলিশ আমাকে জানিয়েছে, গেটম্যানের

দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আমি কথা দিচ্ছি, দোষী কঠোরতম শাস্তি পাবে। অর্থ সাহায্য ছাড়াও পরিবার আমার কাছে কিছু চেয়েছে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করব।জানা গিয়েছে, সভা শেষে হাসপাতালে গিয়ে দুর্ঘটনায় জখমদের সঙ্গেও দেখা করবেন তিনি।উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ এলাকা সাক্ষী থেকেছিল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার। অভিযোগ, রেলগেট খোলা থাকা অবস্থাতেই দ্রুতগতিতে চলে আসে ট্রেন। সেই সময় লাইন পার হচ্ছিল একটি পুলকার এবং একটি সাইকেল-সহ অন্যান্য যানবাহন। বেপরোয়া গতিতে আসা ট্রেনটি সরাসরি ধাক্কা মারে পুলকার ও সাইকেলে, যার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের, যাদের মধ্যে ৪ জনই শিশু। জখম হন আরও বেশ কয়েকজন।পরে জানা যায়, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকার কারণে সময়মতো রেলগেট বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন কর্তব্যরত গেটম্যান। ঘটনার দিনই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয় এবং বহরমপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার ভয়াবহতা নিয়ে রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়, ওঠে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিও।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 23-07-2026 16:10 Page 2

সেরে উঠছে পৃথিবীর ফুসফুস !

আমেজে ফিরছে অ্যামাজন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পরিবেশ পর্যবেক্ষণ সংস্থা 'ম্যাপবায়োমাস'-এর, ২০২৫ সালে ব্রাজিলের অ্যামাজন রেইনফরেস্টে দাবানলের ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ওই রিপোর্টে উল্লেখ, গত বছর অ্যামাজনের জঙ্গলে প্রায় ৩১ লক্ষ হেক্টর বনভূমি পুড়ে ছাড়খার হয়েছে। যা ২০২৪ সালের রেকর্ড ১৫৮ লাখ হেক্টরের তুলনায় বহু গুণ কম। ১৯৮৫ সালে তথ্য সংগ্রহ শুরু করার পর এটিই অ্যামাজনে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম এলাকা। এমনটাই খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসি-তে।আগামী অক্টোবরের ব্রাজিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। চার বছর আগে প্রেসিডেন্ট লুই ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা অ্যামাজনকে বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে এই খবরকে কার্যত তাঁর নির্বাচনী প্রচারেরই জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২৪ সালে গত দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক দাবানল দেখা গিয়েছে অ্যামাজনে। দাবানলের নেপথ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও মানুষের তৈরি নিজস্ব কিছু কারণও।সংশ্লিষ্ট সংস্থার গবেষক ভেরা আরুদা সংবাদমাধ্যম বিবিসি-কে জানিয়েছেন, ৪১ বছরের মধ্যে গত বছরই অ্যামাজনে অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা সর্বনিম্ন। যা বেশ ইতিবাচক। তবে এই প্রবণতাই স্থায়ী হবে, এই ভাবনা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় ঢিল দেওয়া উচিত হবে না।তবে শুধু অ্যামাজন নয়, গোটা দেশ জুড়েই ২০২৫ সালে দাবানলের প্রবণতা কমেছে। ২০২৪ সালে ৩০০ লক্ষ হেক্টরের জায়গায় এবার দেশজুড়ে পুড়েছে ১২৭ লক্ষ হেক্টর। এর মূলে রয়েছে উষ্ণ 'এল নিনো'-র বদলে শীতল 'লা নিনা' আবহাওয়ার পরিস্থিতি। তবে 'এল নিনো' ফের ফিরে এলে শুষ্ক মরসুম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা।অ্যামাজনের মতো জঙ্গল বিপুল কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে বিশ্বে শীতল আবহাওয়া বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু বহু দশক ধরেই কৃষিকাজ ও গাছ কাটার ফলে অ্যামাজন এখন ঝুঁকির মুখে।বিগত প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর আমলে গাছ কাটার পরিমাণ প্রায় ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি ক্ষমতায় এসে লুলা 'জিরো ডিফরেস্টেশন' নীতির প্রতিশ্রুতি দেন। পরিবেশবিদরা নয়া এই সাফল্যকে স্বাগত জানালেও লুলার অ্যামাজন নদীর মোহনায় তেল উত্তোলন অনুমোদনের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করছেন।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের কথা উঠলেই আমাদের মনে কালো বিড়াল, রাতে নখ না কাটা বা হাঁচি দিলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার মতো নানা ধারণার কথা আসে। তবে শুধু ভারত নয়, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এমন কিছু অদ্ভুত কুসংস্কার রয়েছে, যা আজও অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এসবের কোনও প্রমাণ নেই। তবুও পারিবারিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দীর্ঘদিনের সামাজিক অভ্যাসের কারণে এই বিশ্বাসগুলো এখনও টিকে রয়েছে। জেনে নিন বিশ্বের এমনই ৬টি অদ্ভুত কুসংস্কারের কথা।

১. রাতে ঝাড়ু দিলে নাকি ঘর থেকে টাকা-পয়সা বেরিয়ে যায় ঃ ভারত, বাংলাদেশ-সহ দক্ষিণ এশিয়ার বহু পরিবারে এখনও এই বিশ্বাস প্রচলিত। মনে করা হয়, সূর্যাস্তের পরে ঝাড়ু দিলে ঘরের লক্ষ্মী চলে যান এবং সংসারে অর্থের অভাব দেখা দেয়। যদিও এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অনেকের মতে, আগে বিদ্যুৎ না থাকায় রাতে ঝাড়ু দিলে ছোটখাটো মূল্যবান জিনিস হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। সেই থেকেই এই বিশ্বাসের জন্ম।

২. ঘরের ভিতরে ছাতা খোলা অশুভ ঃ ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে এখনও অনেকে মনে করেন, বাড়ির ভিতরে ছাতা খুললে দুর্ভাগ্য নেমে আসে। ইতিহাসবিদদের মতে, অতীতে বড় ছাতা ঘরের মধ্যে খুললে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছিল। তাই মানুষকে সতর্ক করতেই এই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে।

৩. ডাইনিং টেবিলের উপর জুতো রাখা নিষেধঃ ইংল্যান্ডে একটি পুরনো বিশ্বাস রয়েছে যে, টেবিলের উপর নতুন জুতো রাখলে পরিবারের অমঙ্গল হতে পারে। এই ধারণার শিকড় খনি শ্রমিকদের সংস্কৃতিতে। কাজের সময় কোনও শ্রমিক মারা গেলে তাঁর জুতো টেবিলের উপর রাখা হত। সেই থেকেই জুতোর সঙ্গে অশুভ ঘটনার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হয়।

৪. পাখির মল পড়া সৌভাগ্যের লক্ষণঃ আমাদের কাছে এটি বিরক্তিকর হলেও রাশিয়া, তুরস্ক এবং ইউরোপের কিছু দেশে বিশ্বাস করা হয়, কারও মাথা, পোশাক বা গাড়িতে পাখির মল পড়লে খুব শিগগিরই অর্থলাভ বা সুখবর আসতে পারে। তাই অনেকে এটিকে দুর্ভাগ্য নয়, বরং সৌভাগ্যের সংকেত বলে মনে করেন।

৫. দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করবেন নাঃ রাশিয়ায় এটি অত্যন্ত পরিচিত একটি কুসংস্কার। সেখানে বিশ্বাস করা হয়, দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলালে সম্পর্কের মধ্যে ঝামেলা, ভুল বোঝাবুঝি বা দুর্ভাগ্য আসতে পারে। তাই আগে একপাশে এসে দাঁড়িয়ে তারপর করমর্দন করার রীতি রয়েছে।

৬. ১৩ সংখ্যাকে ভয় পান অনেকেইঃ পশ্চিমের বহু দেশে ১৩ সংখ্যাকে অশুভ বলে মনে করা হয়। অনেক হোটেল, অফিস বা বহুতল ভবনে ১৩ নম্বর তলা বা ১৩ নম্বর ঘরই রাখা হয় না। ১২-এর পর সরাসরি ১৪ নম্বর লেখা হয়। অনেক মানুষ শুক্রবার এবং ১৩ তারিখ একসঙ্গে পড়লে সেদিন কাজও এড়িয়ে চলেন।

সারা গায়ে লেখা 'রামনাম'

গায়ে রামনাম এঁকে জাতপাতের শিকল ভাঙার সেই রূপকথা আজও আমাদের বিস্মিত করে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সামাজিক বৈষম্যের অন্ধকার ভেঙে এককালে পথ দেখিয়েছিল ছত্তিশগড়ের 'রামনামী' সমাজ। গায়ে রামনাম এঁকে জাতপাতের শিকল ভাঙার সেই রূপকথা আজও আমাদের বিস্মিত করে। সেই অনন্য প্রতিরোধের গল্প জানেন ?সামাজিক বৈষম্যের অন্ধকার ভেঙে এককালে পথ দেখিয়েছিল ছত্তিশগড়ের 'রামনামী' সমাজ। গায়ে রামনাম এঁকে জাতপাতের শিকল ভাঙার সেই রূপকথা আজও আমাদের বিস্মিত করে। সেই অনন্য প্রতিরোধের গল্প জানেন ?ছত্তিশগড়ের নিম্নবর্গের মানুষদের একদা মন্দিরে প্রবেশের কোনও অধিকার ছিল না। উঁচুজাতের এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানান। নিজেদের পুরো শরীরে 'শ্রীরাম' নাম উলকি বা 'গোদনা' হিসেবে এঁকে নিতেন। ঈশ্বরের প্রতি এই অনন্য ভক্তির মাধ্যমে তাঁরা বার্তা দেন, পরমেশ্বর সর্বত্র বিরাজমান এবং সবার জন্য উন্মুক্ত।উনিশ শতকে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে এই আন্দোলনের জন্ম হয়। লোকগাথা অনুযায়ী, পরশুরাম ভারদ্বাজ নামে এক ব্যক্তি এর সূচনা করেন। কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাময় পাওয়ার পর তাঁর বুকে রামনাম ফুটে ওঠে। এর পর থেকেই জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে সবাই শরীরে উলকি আঁকার প্রথা ও সামাজিক সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করতে শুরু

করেন।শরীরে উলকি আঁকার পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এই সমাজে এক অনন্য পরিচয় তৈরি হয়। যাঁরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত রামনাম লেখেন, তাঁদের 'নখশিখ ' বলা হয়। কপালে উলকি থাকলে 'শিরোমণি' এবং মুখে থাকলে 'বদন' বলে। উলকির কালি তৈরি হয় কেরোসিনের ঝুল থেকে। আর লেখা হয় পোড়া কাঠের পেনসিল দিয়ে।এই সমাজের মানুষ কোনও মূর্তি পুজোয় বিশ্বাস করেন না। তাঁরা তুলসীদাসের রামচরিতমানস পাঠ করেন। তবে এই পাঠ অন্ধভক্তির নয়। উঁচুজাত বা বর্ণাশ্রম সমর্থক বিতর্কিত অংশগুলি তাঁরা নির্দ্বিধায় বর্জন করেন। তার বদলে কবিরের দোহা যোগ করে গেয়ে ওঠেন গান। ভজনের একমাত্র বাদ্যযন্ত্র ব্রোঞ্জের ঘুঙুর, যা এক স্বর্গীয় অলৌকিক পরিবেশ তৈরি করে।প্রতি বছর পৌষ মাসে তিন দিনব্যাপী 'বড় ভজন মেলা' আয়োজিত হয়। এই মেলা প্রতিবার নতুন কোনও গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে সমস্ত গ্রামের ওপর অর্থনৈতিক চাপ সমানভাবে ভাগ হয়ে যায়। আয়োজক গ্রাম শস্য ব্যাঙ্ক হিসেবেও কাজ করে। খরার সময় অন্য ধর্মের মানুষদেরও অন্ন বিলিয়ে এই সমাজ অনন্য মানবিকতার দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছে।রামনামী সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান অত্যন্ত সাধারণ এবং খরচবিহীন। মেলার সময় বড় কোনও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সস্তায় বিবাহ সম্পন্ন হয়। নবদম্পতিকে পণ দেওয়া বা নেওয়ার বিরুদ্ধে কড়া শপথ নিতে হয়। সামাজিক কুপ্রথা ও আর্থিক বোঝা কমাতে এই প্রথা চালু হলেও, আধুনিক যুগে এই সহজ বিবাহের প্রবৃত্তি কিছুটা কমতে শুরু করেছে।রামনামী সমাজের কোনও স্থায়ী ধর্মীয় প্রধান বা জটিল নিয়মকানুন নেই। ১৯৬০ সালে এটি সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার পর কেবল প্রশাসনিক কাজের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন। আজও তাঁরা উঁচুজাত সহ অন্যান্য সমাজের সঙ্গে পরম শান্তিতে বাস করছেন। জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরা এক আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 23-07-2026 16:10 Page 3

দামোদরের স্রোতে ভাসল সেতু

স্থায়ী সমাধানের দাবিতে ক্ষোভ

সীতারাম মুখোপাধ্যায়,নয়া জামানা, আসানসোল ঃ টানা বৃষ্টির জেরে দামোদর নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেতেই ভেঙে গেল আসানসোলের বানপুর সংলগ্ন ঈশ্বরডা ঘাটের অস্থায়ী বাঁশের সেতু। জল বাড়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বাঁশ ও দড়ি দিয়ে তৈরি এই সেতুটি নদীর জলে তলিয়ে যায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী বহু গ্রামের মানুষের কাছে এই সেতুই ছিল যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। প্রতিদিন অসংখ্য শ্রমিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী ও নিত্যযাত্রীরা এই সেতুর উপর নির্ভর করে আসানসোল ও বাঁকুড়ার মধ্যে যাতায়াত করতেন।সেতুটি ভেঙে যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। এখন নদী পারাপারের জন্য নৌকার উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। পাশাপাশি গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেককেই ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার অতিরিক্ত পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেতু ভেঙে যাওয়ার পর নৌকা ভাড়াও বেড়ে গেছে। আগে যেখানে নদী পারাপারে ২০ টাকা খরচ হতো, এখন সেখানে গুনতে হচ্ছে ৫০ টাকা পর্যন্ত। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং প্রতিদিন কর্মস্থলে যাতায়াত করা মানুষজন।এলাকাবাসীর দাবি, এটি নতুন কোনো সমস্যা নয়। প্রতি বছর বর্ষাকালে দামোদরের জলস্তর বাড়লেই এই অস্থায়ী সেতু ভেঙে যায়। পরে জল কমলে আবার নতুন করে সেতু তৈরি করা হয়। কিন্তু বছরের পর বছর একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলেও স্থায়ী সেতু নির্মাণের কোনও উদ্যোগ এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, নদীর জলস্তর কমে গেলে পুনরায় অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হবে। তবে স্থায়ী সেতু নির্মাণের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।ফলে আবারও স্থায়ী সেতুর দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার মানুষ। তাঁদের বক্তব্য, একটি স্থায়ী সেতু নির্মিত হলে হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের অবসান ঘটবে এবং দুই জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ ও নিরাপদ হবে।

জমি গেল, স্বপ্ন বাঁচল

কৃষক বাবার ত্যাগে ডাক্তার হওয়ার পথে ছেলে

রঞ্জন সাহা,নয়া জামানা ,ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি রথের হাটের বাসিন্দা কৃষক নির্মল রায়। তার ছেলে মেধাবী অসীম রায় তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল চিকিৎসক হওয়ার। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে ছেলের পাশে দাঁড়াতে নিজের জমি বিক্রি করতেও পিছপা হননি কৃষক বাবা। বাবা-মায়ের ত্যাগ, শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা এবং নিজের অদম্য পরিশ্রমকে সঙ্গী করে নিট পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছে ময়নাগুড়ির রথেরহাট গ্রামের মেধাবী ছাত্র অসীম রায়। তাঁর এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে গোটা রথেরহাট গ্রামের মানুষ। অসীমের এই সাফল্যকে সম্মান জানাতে বুধবার রথেরহাট হাই স্কুলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অসীম রায় ও তাঁর বাবা নির্মল রায়কেও উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রিয় ছাত্রের সাফল্যে খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাঁকে আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা জানান। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের রথেরহাট গ্রামের বাসিন্দা অসীম ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী। গ্রামের রথেরহাট হাই স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপরই শুরু হয় চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নপূরণের লড়াই। লক্ষ্য স্থির করে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতিতে মন দেয় অসীম।তবে এই সাফল্যের পথ মোটেই সহজ ছিল না। অসীমের পরিবার মূলত কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য সীমিত হলেও ছেলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনওরকম আপস করতে চাননি বাবা নির্মল রায় ও তাঁর স্ত্রী। ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রয়োজনে নিজের জমি বিক্রি করতেও পিছপা হননি নির্মলবাবু। তাঁর কাছে নিজের জমির চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল ছেলের স্বপ্ন। সংসারের সীমিত আয়ের মধ্যে ছেলের পড়াশোনার খরচ চালানো সহজ ছিল না। তবুও প্রতিকূলতার কাছে হার মানেননি অসীমের বাবা-মা। তাঁদের একটাই লক্ষ্য ছিল ছেলেকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো এবং চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দেওয়া। বাবা-মায়ের সেই ত্যাগকে সঙ্গী করেই পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হয়ে ওঠে অসীম। অবশেষে আসে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। নিট পরীক্ষায় সফল হয় অসীম। তাঁর সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়তেই রথেরহাট গ্রামে খুশির হাওয়া। পরিবার, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রতিবেশীদের শুভেচ্ছায় ভাসছে অসীম।

আধার পরিষেবায় চরম ভোগান্তি,

ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কের সামনে উপচে পড়া ভিড়

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ আধার কার্ডের নতুন নিবন্ধন, তথ্য সংশোধন ও বায়োমেট্রিক আপডেট করাতে বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর শহরের ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকের সামনে দীর্ঘ লাইনের সৃষ্টি হয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও পরিষেবা না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষ।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভোর থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ আধার সংক্রান্ত কাজের জন্য ব্যাংকের সামনে এসে জড়ো হন। সময় যত গড়িয়েছে, ততই বেড়েছে ভিড়।

দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকায় শিশু, মহিলা ও প্রবীণদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়েছে।পরিষেবা নিতে আসা একাধিক ব্যক্তির অভিযোগ, পর্যাপ্ত কাউন্টার ও কার্যকর টোকেন ব্যবস্থার অভাবেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত অতিরিক্ত কাউন্টার চালু করে পরিষেবার গতি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, আধার কার্ড বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা, ব্যাংকিং পরিষেবা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে অপরিহার্য নথি।

ফলে বাধ্য হয়েই সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।এ বিষয়ে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং আধার পরিষেবা আরও সহজলভ্য করার দাবি তুলেছেন পরিষেবা প্রার্থীরা। তবে এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বছর ধরে অন্যের অ্যাকাউন্টে বিধবা ভাতার টাকা ! পাওনা ফেরতের দাবিতে বিডিওর দ্বারস্থ মহিলা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সরকারি নথিতে নাম আছে, ভাতা পাওয়ার অধিকারও আছে। কিন্তু বিগত ৫ বছর ধরে অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি সরকারি সাহায্যের একটি টাকাও! অবশেষে জানতে পারলেন, তাঁর ভাতার টাকা নিয়মিত জমা হচ্ছে অন্য এক ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল লালগোলা। বঞ্চনার বিচার এবং বকেয়া টাকা ফেরতের দাবিতে এবার লালগোলার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা বিডিও-র দ্বারস্থ হলেন অসহায় বিধবা মহিলা।ঘটনাটি লালগোলা থানার পণ্ডিতপুর গ্রামের। স্থানীয় সূত্রের খবর, স্বামী রেজাউল করিমের মৃত্যুর পর নিয়মমাফিক বিধবা ভাতার আবেদন করেছিলেন পন্ডিতপুর গ্রা মের বাসিন্দা রেহেনা বিবি। আবেদন মঞ্জুর হলেও বিগত পাঁচ বছর ধরে এক ছটাক টাকাও হাতে পাননি তিনি। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো কারিগরি সমস্যার কারণে টাকা আটকে রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি তথ্য অনুসন্ধান করতেই চোখ কপালে ওঠে তাঁর।রেহেনা বিবি জানতে পারেন, নথিপত্রে তাঁর নাম থাকলেও গত ৫ বছর ধরে বিধবা ভাতার সমস্ত টাকা জমা হচ্ছে অন্য একজনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে !কাগজপত্রে বড়সড় গলদ নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনো আর্থিক অনিয়ম? সেই প্রশ্ন তুলে এবার সরব হয়েছেন রেহেনা বিবি। নিজের হকের পাওনা টাকা ফেরত পাওয়া এবং দ্রুত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর সংশোধন করার দাবি জানিয়ে লালগোলা বিডিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। রেহেনা বিবির অভিযোগ আমার স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা ভাতার জন্য আবেদন করেছিলাম। ৫ বছর ধরে একটা টাকাও পাইনি। এখন খোঁজ নিয়ে দেখছি আমার ভাতার টাকা অন্য কারোর অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে। আমি তো বিধবা, এই টাকাটা আমার খুব দরকার। বিডিও সাহেবের কাছে এসেছি যাতে আমার অ্যাকাউন্টটা ঠিক করে দেওয়া হয় আর পেছনের সব টাকা আমি ফেরত পাই।প্রশাসনের তরফ থেকে বিষয়টি খ তিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ৫ বছর ধরে কীভাবে একজন ব্যক্তির ভাতার টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে গেল? এটি স্রেফ প্রশাসনিক ভুল, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কিছু? তা তদন্তের পরেই পরিষ্কার হবে।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 23-07-2026 16:10 Page 4

হাজার বছরের প্রাচীন এই মন্দির

আজ ডুবে আছে দামোদরের জলে

পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুরের কাছে দামোদর নদীর তীরে কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। জায়গাটি গবেষক এবং দর্শনার্থীদের কাছে তেলকুপি প্রত্নস্থল নামে পরিচিত। আগে এই অঞ্চল ছিল বিহারের মানভূম জেলায়। এখন রঘুনাথপুর থানার বেশ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থান করছে তেলকুপি। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দামোদরের ওপর পাঞ্চেত জলাধার তৈরি হওয়ার পর এখানকার বেশিরভাগ স্থাপত্য নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। আপাতত ভাঙাচোরা অবস্থা টিকে আছে মাত্র তিনটে মন্দির। তার মধ্যে দু'টিকে যে কোনো সময়ে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে নদীর জল কমে গেলে তবেই আরেকটি মাথা তোলে। মন্দিরগুলির কাঠামো দেউল আকৃতির। জিডি বেগলার, দেবলা মিত্র প্রমুখের লেখা থেকে জানা যায়, এখানে ছিল আরও বেশ অনেকগুলি দেউল। গবেষকরা বলে থাকেন, তেলকুপির প্রাচীন নাম ছিল তৈলকম্প বা তৈলকুম্পী। সাধারণভাবে আমরা বুঝি, 'তৈল' মানে 'তেল'। তবে এই শব্দটির আরেকটি অর্থও রয়েছে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী 'তৈল' ছিল এক ধরনের কর। আর 'কম্প' মানে 'কম্পন' অর্থাৎ পরগনার মতো ছোটো প্রশাসনিক অঞ্চল। তৈলকম্পী ছিল কর প্রদানকারী অর্থাৎ করদ রাজ্য বা উপনিবেশ। প্রাচীন যুগে শিখর বংশীয় রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল এটি। পাঞ্চেতের রাজবংশ বলতে এঁদেরকেই বোঝানো হয়ে থাকে। শিখর বংশের একজন বিখ্যাত শাসক ছিলেন রুদ্রশিখর। তিনি পাল আমলে রাজত্ব করতেন। সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত'-এ লিখেছেন, রুদ্রশিখর অন্যান্য সামন্তরাজাদের সঙ্গে জোট বেঁধে পাল সম্রাট রামপালকে বরেন্দ্রভূমি দখল করতে সাহায্য করেছিলেন। বোড়ামের এক শিলালিপি থেকে জানা যায়, রুদ্রশিখর ছিলেন তৈলকম্পীর শাসক। কংসাবতী নদীর উত্তর থেকে দামোদর নদীর দক্ষিণ পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজ্যের সীমানা। কাছেই ছিল দু'খানা তামার খনি , তামাজুড়ি ও তামাখুন। সেখান থেকে প্রাচীনকালে ব্যবসায়ীরা তামা উত্তোলন করে তাম্রলিপ্ত নিয়ে যেতেন। তৈলকম্পী ছিল এক বন্দর শহর। এখানকার মন্দিরগুলি খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। ওই সময়ে পুরুলিয়াতে জৈন ধর্মের বেশ কয়েকটি কেন্দ্র বিকশিত হয়েছিল। তেলকুপির মন্দিরগুলিতে জৈন প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। গবেষকরা মনে করেন, এই শহরে ব্যবসা করতে আসতেন মূলত জৈন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরগুলি বানানো হয়েছিল। আশেপাশে বেশ কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। তাই, এখানে হিন্দুদেরও বসবাস ছিল বলে ধরা হয়।

তবে, বেশ কিছু জৈন দেবমূর্তিকে পরবর্তীকালে হিন্দুরা নিজেদের মতো করে পুজো করতে থাকেন। চারপাশের গ্রামে গ্রামে লোকের মুখে আজও শোনা যায়, তেলকুপি ভৈরবনাথ হে, অড়ানার বাণেশ্বর হে। এই ভৈরবনাথ হলেন জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেব। তাঁর চিহ্ন ছিল ষাঁড়। ঋষভদেবের বেশ কয়েকটি প্রাচীন মূর্তিকে এখন গ্রামে গ্রামে মহাদেব শিব হিসেবে পুজো করেন স্থানীয় মানুষ। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।